মুজিবনগরে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত

মুজিবনগরে র্যালী, লিফলেট বিতরণ ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে প্রথমবারের মত পালিত হয়েছে পর্যটন দিবস।

আজ রবিবার সকাল এগারোটার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ দিবস পালিত হয়।

মুজিবনগর অনন্যা পার্কের সহযোগীতায় র্যালীটি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

এ সময় রাস্তায় চলাচলকারী জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

র্যালীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

এ সময় সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর পর্যটন মোটেলের ইউনিট ব্যাবস্থাপক ফিরোজ আহম্মেদ, মুজিবনগর অনন্যা পার্কের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান লাল্টু উপস্থিত ছিলেন।

র্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে সীমিত আকারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ; সাইফুরের পর এবার

অর্জুন লস্কর গ্রেফতার

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একই মামলার আসামি ধর্ষক অর্জুন লস্কর। রবিবার ভোর ৬টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার মদনহাটা নামক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে সিলেট জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

এর আগে রবিবার সকালে ছাতক খেয়াঘাট এলাকা থেকে ছাতক থানা পুলিশ গ্রেফতার করে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমানকে। সাইফুরের বাড়ি বালাগঞ্জ ও অর্জুনের বাড়ি জকিগঞ্জে।

সূত্র জানায়, ধর্ষণের ঘটনার পর অর্জুন পালিয়ে যায় হবিগঞ্জের মাধবপুর। সেখানে মদনহাটা এলাকায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থা নিয়েছিল সে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্জুনের অবস্থান সনাক্ত করে রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

শুক্রবার রাতে এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে নববিবাহিত এক দম্পতিকে তুলে নেয় ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান রণিসহ কয়েকজন। পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে তারা। পরে পুলিশ গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহতাবস্থায় স্ত্রীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ধর্ষিতার স্বামী বাদী হয়ে ছাত্রলীগের ৬ ক্যাডারের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৩ জনকে আসামি করে সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ থানায় মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের সাইফুর রহমানের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধারালো ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনেও একটি মামলা হয়।

গণধর্ষণের ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আসামি ধরতে মাঠে নামলেও তারা ছিল অধরা। শেষ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ছাতক থেকে ধরা পড়ে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমান।

মামলার অন্য আসামীরা হলো শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, তারেক আহমদ, অর্জুন লঙ্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান। এরা সবাই

ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের আসন্ন ২০ অক্টোবরের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন নাজমুল হোসেন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এমএ পাশ করে গ্রামে ফিরে নিজের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

ইতোমধ্যে ডাউকি ইউনিয়নজুড়ে সব শ্রেনি পেশার মানুষের মাঝে নিজেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে মেলে ধরতে পেরেছেন নাজমুল। তিনি পুরো ইউনিয়নেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন গ্রামের ভোটাররা। শিক্ষিত, সদালাপি ও তরুণ রাজনীতিবিদ নাজমুল হোসেন নির্বাচন ও ডাউকি ইউনিয়নবাসীর ভাগ্যবদলের নানাদিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই প্রতিনিধির সাথে। মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের জন্য নাজমুল হোসেনের কথাবার্তা তুলে ধরা হল:-

মে.প্রঃ আসন্ন উপনির্বাচনে ভোটারদের কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

নাজমুলঃ আমার নিজ গ্রাম ডাউকি ছাড়াও বাদেমাজু, বিনোদপুর ও পোয়ামারী গ্রামবাসী আমাকে তাদের গ্রামের ছেলে হিসেবে দেখেন। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি বড়দের সম্মানের চোখে দেখি। তাঁরাও আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের ভোটাররা আমাকে তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন। এতে করে আমি চরম আশাবাদী।

মে.প্রঃ ইউনিয়নে দরিদ্রদের জন্য সরকারি প্রণোদনায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ দেখুন আমি একজন খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান। দারিদ্র কি আমি খুব ভাল করে জানি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য। যাদের ভেতরে মানবিক গুণাবলী আছে তারা কখনও গরীবের হক মারবে না। দরিদ্রদের জন্য সরকারি যত রকমের ভাতা আছে আমি প্রকৃত দরিদ্রদের মাঝে সেই ভাতা তুলে দিতে চাই। আমি সব ধরনের মানুষের পাশে থাকতে চাই। ইউনিয়নবাসিকে সেবা করতে চাই।

মে.প্রঃ এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ স্থানীয় নির্বাচন রাজনৈতিক বিবেচনায় কখনও অনুষ্ঠিত হয় না। এখানে প্রার্থীর ভালমন্দ বিচার করে ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকেন। যাকে যোগ্য মনে করবেন ভোটাররা তাকেই ভোট দিবেন। ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর তেমন প্রভাব পড়ে না। আমি সব দলের ভোটারদের কাছ থেকেই সহযোগীতা পাব ইনশাল্লাহ।

মে.প্রঃ আপনি তো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত। আপনার দল থেকে একাধিক প্রার্থী রয়েছেন। এটাকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ আগেই বলেছি স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রভাব খুব একটা কাজে আসেনা। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছি। এরআগে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি ছাত্রলীগ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি এই পদের আগে দলের কোন পদে ছিলেন তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কেউ জানেন না। তবে ভোটাররা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিবেন আশা করি।

মে.প্রঃ ইউনিয়নবাসীর উদ্যেশ্যে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ আমি ইউনিয়নবাসীর সুখে-দুঃখে তাদের সাথে থাকতে চাই। আমি ইউনিয়নবাসীকে সেবা করতে চাই।

আমঝুপিতে খাদ্য অধিকার আইনের

খসড়া নিয়ে আলোচনা সভা

খসড়া খাদ্য অধিকার আইন নিয়ে এক মতবিনিময় সভা গতকাল শনিবার সকাল দশটার দিকে আমঝুপিতে অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর মেহেরপুর জেলা কমিটি এ সভার আয়োজন করে।

জেলা কমিটির কো-চেয়ারাম্যান সাবেক মেহেরপুর প্যানেল মেয়র আব্দুর রহিম এর সভাপতিত্বে খাদ্য অধিকার এর খসড়া নীতিমালার বিভিন্ন ধারা উপধারা তুলে ধরে।

বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় বিভিন্ন বক্তা খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর খসড়া আইনের উপর মতামত প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার আলমগীর হোসেন।

গাংনীতে অন্যের জমিতে মসজিদ কমিটির বৃক্ষরোপণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জোর করে আল আমিন নামের এক ব্যক্তির জমিতে বৃক্ষরোপণ করে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় মসজিদ কমিটির উপর। গত ২৫ সেপ্টেম্বর কৃষকলীগ নেতাদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়। গাংনী উপজেলা ধানখোলা ইউনিয়নের কচুইখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী আল আমিন এ বিষয়ে বলেন, গত ২৫ সেপ্টেম্বর স্থনীয় নেতা খোকন মসজিদ কমিটির লোকজন ও কৃষকলীগ নেতাদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। এ সময় মসজিদের ক্রয়কৃত ৫ কাঠা জমিতে বৃক্ষরোপণ না করে রাস্তার পাশ দিয়ে লম্বা করে বেড়া দিয়ে গাছ লাগায়। এমতাবস্থায় আমি আমার জমিতে প্রবেশ করতে পারছি না।

প্রায় ১শ বছর ধরে রাস্তার পাশের ঐ জমি আমাদের দখলে ছিল। তারপরেই

আমাদের জমি নামে জমি আছে। আমার ভায়ের ছেলে-মেয়ে পিয়াস ও লিমা মসজিদের কাছে আড়াআড়ি ৫ কাঠা জমি বিক্রি করে। কিন্তু সেই জমিতে গাছ না লাগিয়ে জোর করে আমার জমির সামনের অংশেও তারা গাছ লাগিয়েছে। স্থানীয় কিছু নেতার ইন্ধন থাকায় আমরা কিছু বলতে পারছিনা।

ভুক্তভোগীর ভাতিজা জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাড. জুয়েল এ বিষয়ে বলেন, কৃষকলীগ নেতাদের দিয়ে জোর করে জমি দখল করেছে। রাস্তার পাশের জমি হওয়ায় ঐ জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই এই কাজ করেছে তারা। এর সুষ্ঠ বিচার দাব করছি।

এ বিষয়ে জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বলেন, গত ২৫ তারিখে যে স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছি সেটা মসজিদের জায়গা। ঐ জমির যথাযত কাগজ মসজিদ কমিটির কাছে আছে।

মুজিবনগরে ট্রাকের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ট্রাকের ধাক্কায় খাদেম গাজি-৬৫ নামের একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে আনন্দবাস মন্ডলপাড়া তিন রাস্তার মোড়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খাদেম গাজি আনন্দবাস গ্রামের মৃত. কলিমদ্দিন গাজির ছেলে।

জানা গেছে, কেদারগন্জ থেকে আসা একটি বালি ভর্তি ট্রাক আনন্দবাস বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। ট্রাকটি মন্ডলপাড়া তিনরাস্তার মোড়ের কাছে পৌছলে বিপরীত দিক থেকে আসা সাইকেল আরোহী খাদেম গাজী ট্রাকটিকে ক্রস করতে গিয়ে কাদায় পিছলিয়ে ট্রাকের চাকার নিচে, এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, ঘটনা শোনার পর আমার অফিসার সেখানে পরির্দশন করেন। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে

কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। সামাজিক ভাবে তারা বিষয়টি মীমাংসা করে লাশ দাফন করে।

প্রোফাইল পিকচারে রাজনৈতিক ছবি রাখা যাবে না : ফেসবুক

রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগেই। এরপরই কড়া সিদ্ধান্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকের। ব্যক্তিগত পেজের প্রোফাইল পিকচারে কোনও রাজনৈতিক দলের ছবি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মুখ ব্যবহার করা যাবে না।

সামনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন। তার আগেই এমন কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ফেসবুক এই নির্দেশিকা জারি করেছে তাদের কর্মীদের জন্য। ফেসবুকের কোনও কর্মী রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা করার জন্য এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও বিতর্কিত কোনও ইস্যু যেমন- ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের মতো কোনও ঘটনাকে সামনে রেখে প্রোফাইল পিকচার তৈরি করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদন বলছে, ফেসবুকের কোনও কর্মী কোনও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন, তা প্রকাশ করা যাবে না। নিরপেক্ষ থাকাই লক্ষ্য ফেসবুকের। ফেসবুকের মুখপাত্র জো ওসবোর্ণ এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানান একথা।

গত সপ্তাহেই ফেসবুকের সিইও মার্ক জুকারবার্গ জানান, সব ধরণের বিতর্ক এড়াতে ফেসবুক বিশেষ কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে। খুব দ্রুত এগুলি কার্যকর করা হবে। কর্মক্ষেত্রে সঠিক পরিবেশ বজায় রাখতে ফেসবুকের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী প্রমাণিত হবে বলেই আশা। তবে বিশেষ ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে, যা রাজনৈতিক দল বা কোনও ইস্যুকে সামনে তুলে ধরে।

উল্লেখ্য এমনিতেই ফেসবুকে বিগত কিছুদিন ধরে একাধিক বদল আনা

হয়েছে। পাশাপাশি আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে কোনরকম পোস্ট করার ক্ষেত্রে। তবে জানা গেছে আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে বদলাচ্ছে নিয়ম। যদিও কিছুদিন ধরেই ফেসবুকের একাধিক গ্রাহক জানিয়েছিলেন বেশ কিছু নোটিফিকেশন পাচ্ছিলেন। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু জানানো হয়েছে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

ফেসবুক প্রধান মার্ক জুকেরবার্গ জানিয়ে ছিলেন আগামী ১ অক্টোবর থেকে কোন ইউজারের পোস্ট যদি ফেসবুক নিয়মের বিরুদ্ধে যায় সে ক্ষেত্রে ফেসবুকের তরফে সংশ্লিষ্ট পোস্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। সেই পোস্ট ব্লক করা হতে পারে অথবা সেই পোস্ট মুছে দেওয়া হতে পারে। গ্রাহকদের কাছে ফেসবুকের আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য তাদের তরফে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আনা হয়েছে একাধিক ফিচার। এবার আপডেট করা হল ফেসবুকের নিয়মাবলী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমসি ও সরকারি কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলেজ ও ছাত্রাবাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর অভিযোগ করেন, করোনা পরিস্থিতিতে কলেজ বন্ধ থাকার পরেও ছাত্রাবাস কীভাকে খোলা রাখেন কলেজ কর্তৃপক্ষ? এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবগত থাকার পরেও কেন ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হল না। আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠে

কলঙ্কের দাগ লেগেছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা ধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় তারা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।
বিডি প্রতিদিন

আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন জনগণ করবে- মফিজুর রহমান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

মফিজুর রহমান: আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। বিগত নির্বাচনে আমি দলীয় সমর্থন পাইনি। তারপরও জনগণের ভালোবাসায় তাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। তবে এবার আমি দলীয় মনোনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যদি নৌকার প্রার্থী হতে পারি তবে আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মফিজুর রহমান: আমার ইউনিয়ন পরিষদে আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যথাযত ভাবে পালন করিছি। আমি কতটুকু সফল বা কতটুকু ব্যর্থ এই মূল্যায়ন জনগণ করবে। জনগণের প্রত্যাশার সব জায়গা আমি পূরণ করেছি। কোন দুর্নীতির সাথে আমি জড়িত না। তাই আমি আশা করছি আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা?

মফিজুর রহমান: যদি আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পাই তবে স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো না। দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার হয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগণের প্রতি আপনায় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে?

মফিজুর রহমান: মুজিবনগর উপজেলার ছোট ও অবহেলিত একটি ইউনিয়ন ছিল মোনাখালী। কিন্তু বর্তমানে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ সুন্দর। ইউপি সেবা জনগণের একে বারেই দোর গোড়াই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের সহযোগীতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমাদের ইউনিয়নে হয়েছে।

করোনাকালে সাধারণ মানুষদের সরকারি সুবিধা বাদেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পেরেছি সহযোগীতা করার চেষ্টা করেছি। আমার ইউনিয়নের যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন খেলা নিজ দায়িত্বে পরিচালনাও করেছি। দোর গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছি। কোন কিছুর ঘাটতি থাকলে সেটা কতৃপক্ষের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

মফিজুর রহমান: বর্তমান সরকারের আমলে দেশ কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে শহরে রুপান্তর করা হবে। এই লক্ষ্যে সকলের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে চাই।

নূর অপরাধ করলে বিচার করুন, হয়রানি নয় : ডা. জাফরুল্লাহ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নূর অন্যায় করলে তার বিচার করুন। তাই বলে হয়রানি করা যাবে না। তাকে ঘর থেকে বের হতে দেবেন না, এটা হয় না।

আজ বৃহস্পতিবার ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল মিলনায়তনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার হয়রানি এবং সাবেব ভিপি নুরুল হক নূরের বিরুদ্ধে মামলা ও সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, আমি খুব বেদনায় আছি যে, আমাদের ভিপি নূর, সে যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে তার বিচার হবে। তাই বলে হয়রানি করা যাবে না। তাকে আপনি বের হতে দেবেন না, এটা হয় না। জনগণকে বের হতে দিচ্ছেন না এজন্য দেশে নৈরাজ্য চলছে।

তিনি বলেন, ‘দুর্নীতি কোথায় নেই? শিক্ষা বিভাগের ডিজি (মহাপরিচালক) সাহেবও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত, একটা ড্রাইভারও অভিযুক্ত। অপরদিকে, শিক্ষিত মানুষ, উপাচার্য মহোদয়, ওনার চাকরি হলো রংপুরে থাকেন ঢাকায়। এটা কি দুর্নীতি না? কেন তাদেরকে ঢাকায় থাকতে হবে? এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে আমাদের সামনে দুর্দিন আসছে।

ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বিষয়ে তিনি বলেন, এ আইনও হচ্ছে বিনা বিচারে শাস্তি প্রদানের শামিল। রাজনীতিবিদদের সহনশীল হতে হবে। আপনারা ক্রিটিসিজম সহ্য না করতে পারলে তো রাজনীতিবিদ হওয়া যাবে না

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন